



বলো কলকাতা

সর্বদা সত্যের খোঁজে...

All india registered digital media platform

Reg by – Gov of india

চার ওভারে মাত্র ২০ রান খরচ কর
তিনটি উইকেট তুলে নেন জাড্ডু
(৪)



মোদিকে এক কোটি চিঠি পাঠানোর
ইঁশিয়ারি অভিষেকের! (১)

দুর্নীতি ইস্যুতে ফের বিরোধী
দলগুলিকে তীব্র কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদির! (১)

ফের উদ্বৈগ বাড়াচ্ছে
করোনার বাড়বাড়ন্ত (১)

মুম্বইয়ে তিন জঙ্গি, চিরুনি
তল্লাশি মায়ানগরীতে! (৩)

epaper.bolokolkata.com

কলকাতা ২৫ চৈত্র ১৪২৯, রবিবার ০৯ এপ্রিল ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

৬+২ পাতা



দুর্নীতি ইস্যুতে ফের বিরোধী দলগুলিকে তীব্র কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির!

নিউজ ডেস্ক

দুর্নীতি ইস্যুতে ফের বিরোধী দলগুলিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার হায়দরাবাদে তিনি বলেন, দুর্নীতির তদন্ত থেকে বাঁচতে কয়েকদিন আগে বিরোধী দলগুলি আদালতে (সুপ্রিম কোর্ট) গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তাদের ধাক্কা খেতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, সিবিআই ও ইডি'র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করছে কেন্দ্র, বিরোধীদের হেনস্থা করতে তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ ১৪টি বিরোধী দল। আবেদনে বলা হয়েছিল, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইডি ও সিবিআই-এর ৯৫ শতাংশ মামলাই বিরোধীদের নেতাদের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। যদিও ৫ এপ্রিল এই আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচৌধুরী নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। এদিন হায়দরাবাদে এক জনসভায় সেই প্রসঙ্গই তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এদিন কোনও নেতা-নেত্রী বা দলের নাম করেননি তিনি।



নিউজ ডেস্ক

একশো দিনের কাজের বকেয়া আদায়ে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখার কথা ঘোষণা করলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তবে তিনি নিজে এই চিঠি লিখবেন না। বরং চিঠি লেখাবেন সেই সব মানুষদের দিয়ে, যাঁরা একশো দিনের কাজ করেও এখনও টাকা পাননি কেন্দ্র বকেয়া না দেওয়ায়। শনিবার আলিপুরদুয়ারে জনসভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেই সভা থেকে তিনি এই ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, ১৬ এপ্রিল থেকে আমাদের কর্মীরা ১.৩৮ কোটি পরিবারের কাছে পৌঁছাবে, যাঁরা কোনও প্রকল্পে (একশো দিনের কাজের অধীনে) নিযুক্ত হতে পারেননি। আমরা তাঁদের স্বাক্ষরিত চিঠিগুলি সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাব ও একমাসের মধ্যে কেন্দ্রে এই ধরনের এক কোটিরও বেশি চিঠি পাঠাব। তাঁর আরও বক্তব্য, বাংলায় একশো দিনের কাজের টাকা না দিয়ে বিজেপি মানুষের উপর বঞ্চনা করছে। তৃণমূল এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাঁর দাবি, ২০২১ সালের ভোটে হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে বিজেপি।



মমতা বন্দোপাধ্যায়কে না জানিয়েই পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তা নিয়ে বহু বিতর্কের পরে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ফিরহাদের এই 'তুললকি' সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলতে ছাড়লেন না তাঁর পূর্বসূরি শোভন চট্টোপাধ্যায়। শোভন চট্টোপাধ্যায় এই মর্মে খোঁচা দেন ফিরহাদ হাকিমকে। তিনি বলেন, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। আমি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে না জানিয়ে কিছু করিনি। আমি ছিলাম 'হার মাস্টার্স ভয়েস'। তার মানে এই নয় যে আমি যখন যা খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব।

শিরোনাম

- ডাবল সুবিধা প্রবীণ নাগরিকদের! (৩)
- ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের নামে ঘোমটা পরে কাজ করছে বিজেপি! (১)
- মুম্বইয়ে তিন জঙ্গি, চিরুনি তল্লাশি মায়ানগরীতে! (৩)
- আগামী কয়েক দিন আরও বাড়বে গরম, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের (৩)
- টাকা দিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচন করার চেষ্টা করবে, রাজ্য সম্পাদিকা সায়ন্তিকা ব্যানার্জি (৩)
- লোপামুদ্রাকে হতভম্ব করে, শুরু হয় শোরগোল! (৪)
- হাবডায় হাজার হাজার আধার কার্ড পুড়িয়ে নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার পোস্ট অফিসের অস্থায়ী কর্মী (৫)
- হাসখালি শুট আউট- এর ঘটনায় সন্দেহজনক প্রেস্তার এক ব্যক্তি (৫)
- মালদহে ফের ব্রাউন সুগার সহ এসটিএফ এর জালে ৩ পাচারকারী! (৪)
- সামার প্রজেক্টের গাইডলাইন আনছে শিক্ষা দপ্তর। (৩)



ফের উদ্বৈগ বাড়াচ্ছে করোনার বাড়বাড়ন্ত

সুফল কাঞ্জিলাল, কলকাতা:- নতুন করে ফের মাথাচারা দিচ্ছে করোনা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ এর ৬,১৫৫ টি কেস নথিভুক্ত হয়েছে। এর সঙ্গে কোভিডের ডেলি পজিটিভিটি রেড ৫.৬৩ শতাংশ। যেখানে উইকলি পজিটিভিটি রিপোর্ট ৩.৪৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার ৬ মাস পরে দেশে এক দিনে এত ঘটনা প্রথমবার সামনে এসেছে। যার ফলে নতুন করে উদ্বৈগ বাড়ছে দেশে।



ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের নামে ঘোমটা পরে কাজ করছে বিজেপি!

নিউজ ডেস্ক

দিল্লি রোড থেকেই তাদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ। 'কিসের রিপোর্ট, কারা তদন্ত করছে? এটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের নামে ঘোমটা পরে বিজেপির টিম'। কটাক্ষ করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। শনিবার শ্রীরামপুরের বাস্টিহাটি এলাকায় দিল্লি রোডে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের কনভয় আটকানো হয়। টিমের ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন রিষড়া কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল। যদিও রিষড়া ঢোকের বেশ কিছুটা আগেই তাদের আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি চললেও অবশেষে ফিরে যেতে হয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের। টিমের অন্যতম সদস্য রাজপাল সিং বলেন, 'তাঁরা রিষড়ায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। সেই কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। নিজেরা বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন'। জানা গিয়েছে, দিল্লিতে অফিস এই সংস্থাটির। এই তদন্ত করার পর সেই রিপোর্ট তাঁরা জমা করবেন অফিস কতপক্ষের কাছে। সাধারণ মানুষ আর টি আই করলে এই রিপোর্ট পেতে পারেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি জানান, 'বিজেপির নানান রূপ। এখন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের নামে ঘোমটা পরে কাজ করছে বিজেপি। বাস্তবে ওদের ওই রিপোর্টের কোনও মূল্য নেই। কারণ এদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারেরও কোনও যোগ নেই। অথচ ওরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা পায়। জনগণের ট্যাক্সের টাকা বিজেপির তাদের দলীয় কাজে এভাবেই খরচ করে। এই টিম মূলত বিজেপিরই অন্য রূপ'।

MEDIA PARTNER

BKL
BOLO KOLKATA
www.bolokolkata.com

BARRACKPORE LADYBIRD EXHIBITION GROUP
Present

গার্মান মেল

৫ থেকে ৯ এপ্রিল, ২০২৩ দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৯টা

মিলনি সংঘের মাঠ, বারাকপুর বি. এন. সরগী, মাঠপাড়া (নিয়ার জাফরপুর মোড়)

৫/৪/২০২৩ : উদ্বোধন, সাউতাল নৃত্য, অতিথি বরণ ও সংবাদমাধ্যম সম্প্রচার এছাড়াও নাট্য পরিবেশন এবং বাউল গানের আসর (থাকছে জি বাংলার শিল্পী)

৬/৪/২০২৩ : রান্নার প্রতিযোগিতা (সাবেকিয়ানা রান্না) তথ্য সংস্কৃতি, নাট্য পরিবেশন এবং বাউল গানের আসর (থাকছে জি বাংলার শিল্পী)

৭/৪/২০২৩ : আতসবাজি প্রদর্শনী, নাট্য পরিবেশন এবং বাউল গানের আসর (থাকছে জি বাংলার শিল্পী)

৮/৪/২০২৩ : সংবাদমাধ্যম সম্প্রচার, নৃত্যানুষ্ঠান, বাউল গান নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, নাট্য পরিবেশন এবং বাউল গানের আসর (বেসেস শিল্পী)

৮/৪/২০২৩ : চিত্র প্রদর্শনী, সংবাদমাধ্যম সম্প্রচার, উত্তরিও দিয়ে শেলরদের বরণ, নাট্য পরিবেশন, মাদোল (৫০ প্রকার ঢোল) বাউল গানের আসর (বিশেষ সঙ্গীত শিল্পী)

any enquiry call : 7980278100 / 9674176473 / 7003974169



বহু প্রশংসিত তন্ত্র ও মাতৃসাধক শ্রী গোবিন্দ আচার্য
Tantra Bagish, Samudrik Ratna, Gold Medalist (Benaras)
K.B.S. (N. Delhi), M.R.A.S. (London), I.S.C.A & B.M.U. (Cal)
7/1, Jessore Road, Dum Dum, Kol-28

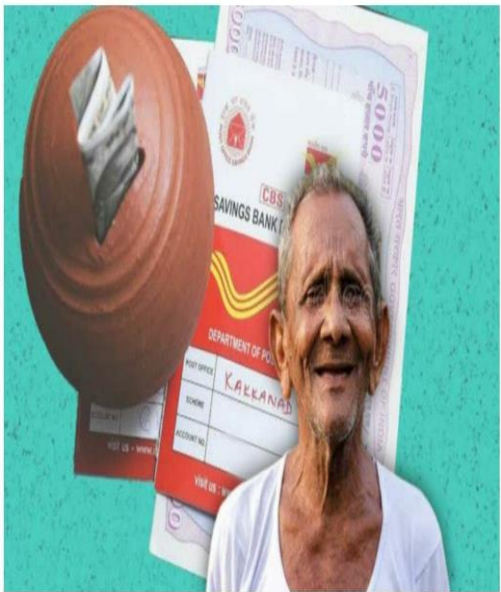
Mob. : 8777091514 / 9748876046



• Adventure • Trekking • Camping • Mud House

+91 87775 45494

Palashbani
Ajodhya Hills Family Resort



ডাবল সুবিধা প্রবীন নাগরিকদের!

নিউজ ডেস্ক

পোস্ট অফিসে প্রবীন নাগরিকরা পাবে ডাবল সুবিধা। নতুন মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দিকে নানান পরিবর্তন আনা হয় সরকারের তরফ থেকে ।এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক পরিবর্তনও। পহেলা এপ্রিল থেকে কেন্দ্র সরকারের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সুদের হারের বদল আনা হয়েছে । তার ফলে বহু বিনিয়োগকারী অনেক বেশী সুদ পাবেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বৃদ্ধি করার ফলে সিনিয়র সিটিজেনস সেভিংস স্কিমের ক্ষেত্রে প্রবীর নাগরিকরা অনেক বেশী সুদ পাবেন। দেশের প্রবীণ নাগরিকেরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ডাবল সুবিধা পাবেন। এই স্কিমের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সুদের হার বৃদ্ধি করেছে ০.২%। সিনিয়র সিটিজেনরা তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ৮% সুদ পেতেন ।বর্তমানে তা হয়েছে ৮.২% ।সিনিয়র সিটিজেনদের বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে দ্বিগুণ টাকা বিনিয়োগ করতে পারবেন তা আগেই ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে আরো সুবিধা বেড়েছে প্রবীণ নাগরিকদের ।




শাহিদ কাপুর এবং কৃতি স্যানন তাদের আগামী রোমান্টিক ছবির কাজ শেষ করেছেন, দীপেশ ভিজনের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে ছবি। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র এবং ডিম্পল কপাডিয়া। ছবির ফার্স্টলুকও এদিন সোশ্যাল সাইটে শেয়ার করেছেন নির্মাতারা।



কেরালার কাসারগড় জেলায় ৫৪ বছর বয়সী এক মদ্যপকে ছুরিকাঘাতে খুনে করার অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কেরালার কোডানুরে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে বচসার জেরে ছেলে তার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। দু'টি ঘটনাতেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে।



ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী কোচবিহারের শীতলকুচি। প্রেমে বাধা দেওয়ায় প্রেমিকার বাড়ি গিয়ে পরিবারের তিন সদস্যকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিক-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে ।



মুশ্বইয়ে তিন জঙ্গি,চিরুনি তল্লাশি মায়ানগরীতে!

নিউজ ডেস্ক

মুশ্বইয়ে ঢুকে পড়েছে তিন জঙ্গি। মুশ্বই পুলিশের কন্ট্রোলরুমে শনিবার এরকম একটি ফোন আসার পর থেকেই হুলুস্থল পড়ে গিয়েছে মায়ানগরীর নিরাপত্তা আধিকারিকদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, এদিন ফোনের ওপ্রান্ত থেকে বলা হয় দুবাই থেকে এসে শুক্রবার সকালে মুশ্বইতে ঢুকে পড়েছে তিন জঙ্গি। এই ফোন পাওয়ার পরেই তদন্ত শুরু করেছে মুশ্বই পুলিশ। ফোনটি কে করেছিল, তথ্য কতটা সঠিক তা জানতে তৎপর হয়েছেন গোয়েন্দারা। শহরজুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।মুশ্বই পুলিশের তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার ওই কন্ট্রোল রুমে ওই ফোন করেছিলেন তাঁর নাম রাজা থঙ্গে। নিজেকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেন ওই ব্যক্তি। যদিও এর আগেও পুলিশকে ই-মেল বা ফোন মারফৎ এ ধরনের খবর দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, পরে তা ভুয়ো প্রমাণিত হয়েছে। তবে এবারেও যতক্ষণ না বিষয়টির তদন্ত শেষ হচ্ছে ততক্ষণ এই খবরকে হালকাভাবে নিতে চাইছে না পুলিশ।জানা গিয়েছে, রাজা থঙ্গে নামে ওই ব্যক্তি ফোনে জানান, দুবাই থেকে তিন জঙ্গি মুশ্বইয়ে এসেছে। তাদের পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ রয়েছে। এমনকী মুজিম সৈদ নামের এক জঙ্গির গাড়ির নম্বর ও মোবাইল নম্বরও পুলিশকে দেন ওই ব্যক্তি। প্রাপ্ত এই গাড়ির ও মোবাইলের নম্বর খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, এক পুলিশ আধিকারিকও মুশ্বইয়ে তিন জঙ্গি প্রবেশের কথা শীর্ষ আধিকারিকদের জানিয়েছেন। ফলে দু'টি সূত্রে এই একই খবর মেলায় বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে। নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না সেখানকার পুলিশ-প্রশাসন।



সামার প্রজেক্টের গাইডলাইন!

পিয়ালী মজুমদার, কলকাতা:-সামার প্রজেক্টের গাইডলাইন আনছে শিক্ষা দপ্তর। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রীক বিকাশের জন্য নজর দেওয়ার লক্ষ্যে এবার স্কুল সূত্রেই সামার প্রজেক্ট চালু করতে চাইছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তা ভাবনা করার বিকাশ ঘটবে বলে মনে করছে শিক্ষা দপ্তর। প্রজেক্টের মাধ্যমে পড়ুয়ারা যখন স্কুল জীবন পার করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পারি দেবে বা পেশাগত জীবনের দিকে পা বাড়াবে তখন এই দক্ষতা তাদের আরো বেশী সাহায্য করবে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য এই সামার প্রজেক্ট চালু করতে চলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই প্রজেক্টে রাখা হয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতি পরিচিতি। যার মাধ্যমে পড়ুয়ারা প্রকৃতিকে ভালো করে চিনতে পারবে। এছাড়াও বিভিন্ন বিজ্ঞানকেন্দ্র ,ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে গিয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করবে। একইভাবে কোন ব্যাংক, হাসপাতাল ,লাইব্রেরী ও কলেজে গিয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করবে। আর তার ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে। প্রজেক্ট গুলোর মাধ্যমে পড়ুয়ারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে তা তাদের আগামী দিনের পথ চলা আরো সহজ করবে বলে মত প্রকাশ করছেন শিক্ষা দপ্তর।



আগামী কয়েক দিন আরও বাড়বে গরম, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতাঃ- চৈত্রের চাঁদি ফাটা রোদে নাজেহাল বঙ্গবাসি। এর মধ্যই আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রে খবর আগামী ৫ দিনে আবারও বাড়বে ২-৪ ডিগ্রি রাজ্যের তাপমাত্রা। এবং আগামী ১৪ ই এপ্রিলের পর কলকাতার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছবে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় লু ও তাপপ্রবাহের সর্বকতা জারি থাকছে।



কর্ণালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। যাতে পঙ্গাবের চার বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে এবং চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য কর্নাল সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।



গলা কেটে দুই সন্তানকে খুনের অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। তবে, বৈচে গিয়েছে ওই মহিলার সবথেকে বড় সন্তান। হাড় হিম করা এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে। অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিহত দুই শিশুর দেহ পাঠানো হয়েছে মর্গে।



মুশ্বইয়ে তিন জঙ্গি,চিরুনি তল্লাশি মায়ানগরীতে!

অপর দক্ষিণী রাজ্য তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের পথে হাটলেন না তামিলনাড়ুর প্রশাসনিক প্রধান এম কে স্ট্যালিন। শনিবার চেন্নাই বিমানবন্দরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীতে মোদির সঙ্গে একই অনুষ্ঠানমঞ্চেও উপস্থিত থাকলেন তিনি।




টাকা দিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচন করার চেষ্টা করবে,রাজ্য সম্পাদিকা সায়াস্তিকা ব্যানার্জি

নিউজ ডেস্ক


নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া:-টাকা দিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচন করার চেষ্টা করবে তবে মানুষ তাতে রায় দেবে না, বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদিকা সায়াস্তিকা ব্যানার্জি। গঙ্গাজলঘাটির বড়শাল অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি প্রচারে অভিনেত্রী সায়াস্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই মন্তব্য করেন। রাজ্য জুড়ে চলছে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি প্রচার। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতা নেত্রীরা এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করছেন। শনিবার বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের বড়শাল অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদিকা সায়াস্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের বড়শাল অঞ্চলে প্রথমে চৌশাল শিব মন্দিরে পূজা দেন। পরে চৌশাল উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের সাথে কথাও বলেন তিনি। এরপর বড়লছিপুর গ্রামে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন,তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদিকা সায়াস্তিকা ব্যানার্জি। সায়াস্তিকা ব্যানার্জি কে কাছে পেয়ে গ্রামের মানুষজন বিভিন্ন অভাব অভিযোগ করেন। সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদিকা সায়াস্তিকা ব্যানার্জি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে এসেছি মানুষ ঠিকঠাক সরকারই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্যই। এলাকার মানুষ সায়াস্তিকা ব্যানার্জিকে অভিযোগ করার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, দাবি, কাছের মানুষের কাছেই করা যায়, মানুষের মুখ্যমন্ত্রীর উপর অধিকার আছে বলেই অভিযোগ জানাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, আমার মনে হয় পঞ্চায়েতের আগে কর্মসূচি বিজেপি করে তারপর সারা বছর তারা ধর্মসূচি করে। তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারা সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে সারা বছর মানুষের কাছে থাকে। তিনি আরো বলেন ২০২১ সালে আকাশে চাঁদ সূর্য তারার থেকেও হেলিকপ্টার বেশি দেখা যেত, তারপরেই হাওয়াই টাকা উড়তো, মানুষের পরিস্থিতির সুযোগ নেয় বিজেপি। তারপরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্রেন ওয়াশ করার চেষ্টা করে কিন্তু লং রানে এটা হয় না সেটা প্রমান হয়ে গেছে, তাই তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ অত বোকানা বিজেপি টাকা দিয়ে ভোট কিনবে। মানুষ জানে বিজেপি যে টাকা দিয়ে ভোট কিনবে সেটা দু মাস চলবে বাকি সারাটা বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প মানুষের ঘরে ঘরে থাকবে। বিজেপি তখন দিল্লিতে বসে ছবি ঘোরাবে, ইডি আর সিবিআই কে লেলিয়ে দেবে, জনমুখী প্রকল্প নিয়ে ভাবার সময় সময় থাকে না, ইডি সিবিআই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই জন্যই মানুষ ভোটটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেই দেবে।



চা শ্রমিকের পিএফ বা ভবিষ্যনিধি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সরব হলেন অভিশেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন ২মাসের 'অাল্টিমেটাম' ! তাঁর সাফ কথা, এই ২ মাসের মধ্যেই বাংলার চা শ্রমিকদের পিএফ সমস্যা মেটাতে হবে। তা না হলে নিজেই আন্দোলনে নামবেন তিনি।একইসঙ্গে, রাজ্যের শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আশ্বাস, পরবর্তী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের এক সপ্তাহের মধ্যেই বাড়বে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি।



১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার দিতে চলেছেন। ফলে দিল্লি থেকে জয়পুর এবং আজমের যাওয়ার জন্য যাত্রা আরও সহজ হবে। মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দিল্লি থেকে ১২ এপ্রিল দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন।



সম্প্রতি মুক্তি পেল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত 'ফাটাফাটি' ছবির গান ' স্বপ্ন বোনার সময় এখন'। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন চমক হাসান। উইশোজ প্রোডাকশনের প্রযোজনায় ও অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার এই ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই উৎসাহের শেষ নেই দর্শকদের।

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,

আশাকরি সবাই এই চৈত্রের দাবদাহে সুস্থ আছেন। আজ একটু অন্য বিষয়ে আলোকপাত করবো। রাজার মর্জি অনুসারে শিক্ষার অঙ্গন পরিচালিত হয়, এটা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আমরা অভ্যস্ত। কখনো তা শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণে বা পরিচালন ব্যবস্থায়। কি ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চলবে বা কাদের দ্বারা সঠিক শিক্ষা প্রদান হবে তার নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই নিয়ন্ত্রণ করে সেই সময়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা। মনে পড়ে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও রচিত বিখ্যাত চলচ্চিত্র হীরক রাজার দেশের কথা। যেখানে রাজার ইচ্ছেতে পাঠশালার পঠন পাঠন বন্ধ করা হয়, রাজার ইচ্ছাতে শিক্ষককে তার পাঠশালা বন্ধ করে দিতে হয়, তার সব পুঁথি পুড়িয়ে দিয়ে এবং এই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করায় তাকে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে থাকতে হয় রাজার পেয়াদাদের হাতে ধরা পরার ভয়ে। পরবর্তী ঘটনা সবাই জানেন তাই বিস্তারিত আর বললাম না। কিন্তু এই ঘটনা শুধু একটি চলচ্চিত্রই নয়, এর মধ্যে দিয়ে একটি কঠিন সত্য কথা বা চিড়ায়িত সত্য কথা সত্যজিৎ বাবু বলে গেছেন যা আজকেও সমান ভাবে চলছে এই সমাজে। যদি শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে তাকাই তবে কি দেখি? শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত হয় শিক্ষা মন্ত্রক বা শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারা। শিক্ষাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা উচ্চ মহাবিদ্যালয়, মানে বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার আচার্য পদাধিকার বলে রীতি অনুযায়ী ভারতের যিনি প্রধানমন্ত্রী থাকেন তিনিই হন। এরপর উপাচার্য নির্ধারণ করেন রাজ্য প্রশাসন। অতএব সেখানে দলীয় আনুগত্যের একটা বিষয় থেকেই যায়। তেমনি মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় অবধি এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ক্ষমতাসীন দলীয় আনুগত্য ও সদস্যদের একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাপ থেকেই যায়। এবার যদি শিক্ষা নীতি ও শিক্ষার বিষয়ে দেখি, সেখানেও সেই রাজার অদৃশ্য হাত কাজ করে অলক্ষ্যে। ৮০ র দশকে আমরা দেখেছি তদানীন্তন সরকার বাহাদুর ইংরেজী শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে তুলে দিয়ে একটা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি ভাবে নষ্ট করেছে তা আজ আমরা যারা ৪৫ থেকে৫০ এর কোটায় তারা বুঝতে পারছি। সাথে এও বুঝতে শিখেছি এখন, কেন তখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সামনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনকার যারা সরকার নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীর দল, আর পিছনে ছিল সরকারের কূটনীতি, নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার, নতুন প্রজন্মের চোখ বেঁধে রাখার চক্রান্ত। আজ যে কম্পিউটার জীবনের অঙ্গ, তাকে রাজ্যে ঢুকতে না দেবার চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে রাজ্যকে আরো পিছিয়ে দেবার নোংরা খেলা। সেই ধারাবাহিকতা আজও দেখছি। সম্প্রতি সেই মহান রাজতন্ত্রের নির্দেশে ভারতের ইতিহাসের পাঠক্রম থেকে মুঘল সাম্রাজ্যকে বাদ দেবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাস মুছে ফেলা হবে ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে, আগামী প্রজন্ম জানবে না সেই ইতিহাস। শুধু জাতি, ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আনতে, বিভেদ ও বিদ্বেষের এই রাজনীতি অন্তত ভারতীয় সংস্কৃতি দেখেনি বা শেখেনি। এ কোন দিকে চলেছি আমরা?

মুঘল আমলের স্থাপত্য, সেই সময়ের সংস্কৃতি কি করে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে তা বলা মুশকিল। হয়তো কোনদিন ভারতের স্বাধীনতার দুশো বছরের সেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলন কে অস্বীকার করে এই ভাবেই মুছে দেওয়া হবে নতুন প্রজন্মের কাছে। সব সম্ভব, এখন মনে হয় বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে। আজ এই পর্যন্ত, নমস্কার।

সৌমিক সান্যাল
সম্পাদক-বলো কলকাতা



লোপামুদ্রাকে হতভম্ব করে, শুরু হয় শোরগোল!

নিজস্ব সংবাদদাতা

বলো কলকাতা:-প্রিয় শিল্পীর অনুষ্ঠানে গিয়ে পছন্দের গান শোনার আবদার করে থাকেন অনেক শ্রোতাই। শিল্পীরা যথাসম্ভব মেটানোর চেষ্টা করেন সেসব অনুরোধ। কিন্তু পছন্দের গান না হলেই অপমান, গালিগালাজ এমনটা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না নামীদামী শিল্পীদের অনুষ্ঠানে। অন্তত এতদিন দেখা যেত না। কিন্তু গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্র যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তা শুনলে বোঝা যায় সত্যিই যুগ পাল্টাচ্ছে। বাংলা গান গাওয়ায় অপমান, হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে লোপামুদ্রাকে। সম্প্রতি এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা নিজের মুখেই বলতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। এক ওয়েব প্ল্যাটফর্মে সেই অপমানজনক ঘটনার কথা জানান লোপামুদ্রা। বাংলা গান গাওয়ায় তাঁকে রীতিমতো অপমান করে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলা হয়েছিল।মাচা শো এখনো বিনোদনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বলে মাচা শোতে গিয়ে অনুষ্ঠান করে আসেন তরুণ থেকে নামীদামী অভিজ্ঞ শিল্পীরাও। এমনি আমড়াঙায় পুলিশের এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র। ধাধিনা নাতিনা, আয় আয় কে যাবি, হৃদ মাঝারে রাখব-র মতো তাঁর কণ্ঠে জনপ্রিয় সব গানগুলিই শোনাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু লোপামুদ্রাকে হতভম্ব করে দিয়ে শোরগোল শুরু হয় শ্রোতাদের মধ্যে। গায়িকা বলেন, তাঁর গান কেউ শুনছিলেনই না। খালি বলে যাচ্ছিলেন, 'অ্যাই নেমে যা, অ্যাই নেমে যা'! শুধু তাই নয়, সামনের সারিতে বসে কয়েকজন ছেলেকে সমানে বিড়ি খেতে দেখে আরোই রেগে গিয়েছিলেন লোপামুদ্রা। সরাসরি বলেও উঠেছিলেন, 'খা বিড়ি খা। বাড়িতে মা বোন নেই? তুই মরে গেলে কার কী যায় আসবে বল?' লোপামুদ্রা জানান, এত বছরের সঙ্গীত জীবনে সেদিনের মতো অপমানিত আর কোনোদিন হননি তিনি। কিন্তু বিরক্তি চেপে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। সরাসরি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠেছিলেন, তাঁকে এক ঘন্টার জন্য ডাকা হয়েছে। তার আগে কে তাঁকে মঞ্চ থেকে নামাতে পারে সেটা তিনিও দেখবেন'। তারপরে অবশ্য আর কেউ অপমানজনক মন্তব্য করার সাহস দেখাননি। কিন্তু লোপামুদ্রা একা নন। ইদানিং এমন টুকরো টুকরো ঘটনার খবর মাঝে মধ্যেই উঠে আসছে। গত বছরেই ইমন চক্রবর্তীর একটি অনুষ্ঠানে এমন ঘটনার কথা শোনা গিয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, বাংলা গানে নাচা যাচ্ছে না। উত্তরে ইমন বলেছিলেন, বাংলা গান পছন্দ না হলে পাতলি গলি সে নিকল! শুধু বাংলা না, কর্ণাটকের এক অনুষ্ঠানে হিন্দি গান গেয়েও আক্রান্ত হন কৈলাশ খের। হিন্দি না, কন্নড় গান গাইতে বলা হয়েছিল তাঁকে। শিল্পীদের উপরে বারবার এমন আক্রমণ, অপমান চিন্তা বাড়াচ্ছে তাদেরও।



আইপিএল মরশুম আসতেই তারকা মালিক-মালকিনরা শশব্যস্ত। ময়দানে হাজির থেকে নিজেদের টিমের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন শাহরুখ খান, জুহি চাওলা থেকে প্রীতি জিন্টা সকলেই। সম্প্রতি নাইটসদের পরাজিত করে ম্যাচ জেতেন অভিনেত্রীর টিম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। আর সেই জিতের পরই রাতভোর সফর করে সোজা গুয়াহাটি পৌঁছে যান প্রীতি কামাখ্যা-দর্শনেরজন্য।বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে দেখে মন্দির-চত্বরে শোরগোল। তবে কোনওরকম তারকাসুলভ আচরণ না করেই আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো ট্র্যাডিশনাল পোশাকে হাজির হয়ে যান পূজো দিতে। পরনে হালকা গোলাপি রঙের চুরিদার, মাথা ঢাকা ওড়নায়। কপালে পূজোর সিঁদুর, গলায় গাঁদা ফুলের মালা। এভাবেই পূজো দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল প্রীতি জিন্টাকে।



মালদহে ফের ব্রাউন সুগার সহ এসটিএফ এর জালে ৩ পাচারকারী!

নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদা:-ব্রাউন সুগার সহ ভিন রাজ্যের প্রাচারকারীকে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের এস টি এফ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫৩৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করবে পুলিশ। এস টি এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সঞ্জয় কাশ্যপ(৫৪) বাড়ি বিহারের পাটনা। বিপ্লব সিংহ(২৬) বাড়ি পশ্চিম ত্রিপুরা। মহম্মদ মারুফ শেখ(৩০)। বাড়ি কালিয়াচক থানার সারান পাড়া ছোট সুজাপুর। শুক্রবার রাত্রিবেলা মালদহের কালিয়াচকের সুজাপুরের দিক থেকে একটি মোটর বাইকে চেপে মালদা শহরের দিকে আসছিল। সেই সময় এস টি এফ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩৪নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বাধাপুকুর ট্রাক স্ট্যান্ড এলাকায় তাদের আটক করে। তাদের তল্লাশী চালাতে উদ্ধার হয় ৫৩৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পাশাপাশি আরও জানা গিয়েছে, সঞ্জয় কাশ্যপ ও বিপ্লব সিংহ মণিপুর থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে এসেছিল মারুফ শেখকে সরবারহ করত। এরপরই তাদের গ্রেফতার করা হয়। যদিও এই পাচার চক্রের সাথে আর কার কার যোগাযোগ এবং এর নেপথ্যে কার মাথা রয়েছে তা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।থিম নির্ধারণ করা হয়।



মুক্তি পেতে চলেছে ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ এর ট্রেলার

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা:- কিছুদিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির টিজার ও গান। এবার ট্রেলার নিয়ে খবরের শিরনামে এলেন ভাইজান স্বয়ং। তিনি সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে লিখেছেন, “অ্যাকশন শুরু হোক”। কিসি কা ভাই কিসি কি জান এর ট্রেলার মুক্তি পাবে ১০ এপ্রিল। ভাইজানের এই পোস্ট দেখে উচ্ছ্বসিত সকলে। আগামী ২১ এপ্রিল মুক্তি পাবে ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’। তার আগেই ট্রেলার নিয়ে উন্মাদনার পারদ চড়েছে দর্শক মহলে।



টলিপাড়ায় আবার বিয়ের সানাই। খুব তাড়াতাড়ি সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজের মুখেই জানালেন তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ। পাশাপাশি ভাগ করে নিলেন কেমন ভাবে কাজ সামলে চলছে বিয়ের প্রস্তুতি। ছোট পর্দার অত্যন্ত পরিচিত মুখ সুদীপ্তা।



মুন্সই ইন্ডিয়ান্সের শুরুটা ভালো হলেও নিয়মিত উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফিরল চেন্নাই সুপার কিংস । পাওয়ার প্লে-তে এক উইকেটে ৬১ রান তুললেও ১৫ রানে ৬ উইকেটে মাত্র ১০৯ রান তোলে মুন্সই । ইন্ডিয়ান্সের প্রথম ছয় ব্যাটারই ডাগ-আউটে ফিরে গিয়েছেন । রবীন্দ্র জাদেজার স্পিনে নান্তানাবুদ মুন্সই ব্যাটাররা । চার ওভারে মাত্র ২০ রান খরচ কর তিনটি উইকেট তুলে নেন জাড্ডু । দারুণ বোলিং করেন মিচেল সান্টনার । চার ওভারে ২৮ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন তিনি।



হাসখালি শ্বট আউট- এর ঘটনায় সন্দেহজনক গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

সায়নমোদক,নদীয়া:-
নদীয়ার হাসখালীতে ০৭/০৪/২০২৩ তারিখে রামনগর বড় চুপরিয়াতে তুনমূলের অঞ্চল সহ সভাপতি আমোদ আলী বিশ্বাস প্রকাশ্য দিবালকে গুলি বিদ্ধ হন। এরপর হাসখালী থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে চায়ের দোকানের মালিক খালেক মন্ডলকে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে রানাঘাট আদালতে পেশ করে। পুলিশ ধৃত ব্যক্তির জন্য বিচারকের কাছে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায়।তবে পুলিশ খালেক মন্ডলকে তাদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই খুনের ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা জড়িত তার খোজ চালাবে বলে সূত্রে খবর । পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সব মিলিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাঁসখালি থানার পুলিশ ।



হাবড়ায় হাজার হাজার আধার কার্ড পুড়িয়ে নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার পোস্ট অফিসের অস্থায়ী কর্মী

শুভঙ্কর ঘোষাল, হাবড়া:-হাজার হাজার আধার কার্ড আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া বিধানসভার পৃথিবা পঞ্চায়েতের আটুলিয়া এলাকার গৌরাঙ্গ সেন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দিলে শুক্রবার রাতে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায় হাবড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির রান্নাঘরে আধার কার্ড পুড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছিলেন অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ সেন। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতেই চক্ষু চরক গাছ। বাড়ির রান্না ঘরের মধ্যে আধার কার্ড পুড়িয়ে ফেলাছিলেন এরপর খবর দেওয়া হয় হাবরা থানায়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ সেনের বাড়ি থেকে বস্তা ভর্তি দুইহাজার আধার কার্ড উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তকে আটক করে হাবড়া থানায় নিয়ে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায় দীর্ঘদিন আটুলিয়া এলাকায় বসবাস করলেও অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ সেনকে সেভাবে এলাকায় দেখা যায়নি তিনি জানায় তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা এলাকার তিলজলা পোস্ট অফিসে চাকরি করেন তবে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশ্ন করেন সরকারি নথি কিভাবে বাড়িতে নিয়ে আসেন কিভাবে এই বা সেগুলি নষ্ট করছেন এর পেছনে কি কারণ রয়েছে তা নিয়ে সন্ধিহান স্থানীয় গ্রামবাসীরাই। ওই অস্থায়ী কর্মীর দৃষ্টান্তমূলক সাজার দাবি করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা রিঙুকু ইসলাম অন্যদিকে হাবরার বিজেপি নেতা পার্থপ্রতিম সরকারের দাবি এই ঘটনার পেছনে তৃণমূলের কোন দুর্নীতি লুকিয়ে আছে যদিও বিজেপির এই অভিযোগে পাত্তা দিতে রাজি নয় হাবড়া পৌরসভার পৌর প্রধান নারায়ণচন্দ্র সাহা



সন্তু মুখার্জী, হুগলি:-হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চুনি-মিয়ার ঘাটে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শনিবার। বয়স আনুমানিক ৫৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে বলে জানা যায়। প্রত্যেক দিনই চুনি মিয়া ঘাটে বহু মানুষই দুপুরে স্নান করতে আসেন,শনিবার দুপুরে গঙ্গায় স্নানের সময় কয়েকজন লক্ষ্য করেন গঙ্গার পারে একটি মৃতদেহ ভাসছে, তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় চুঁচুড়া থানাতে, চুঁচুড়া থানার পুলিশ উপস্থিত হয়ে মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে তারা ভেবেছিলেন হয়তো কেউ সাঁতার কাটছে, তারপর মৃতদেহ টি যত পাড়ের কাছে আসে তখন তারা ঘটনাটি বুঝতে পারেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান মৃতদেহ টি দেখে অনুমান চার পাঁচ দিন আগেই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে। অনুমান করা হচ্ছে স্নান করতে নেমেই এই বিপত্তি। তবে ঠিক কি কারণে এবং কতদিন আগে মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে পুলিশি তদন্তের পরেই জানা যাবে বলে আশা করা যায়।



কল্যাণ দত্ত, পূর্ব বর্ধমান:-বিজেপির পতাকা খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় শহর বর্ধমানে। বিজেপির তরফে অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী বিজেপির পতাকা খুলছিল। তারই প্রতিবাদ করেন বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পিন্টু শ্যাম। আরও অভিযোগ, এরপরই তাঁর দিকে ছুরি নিয়ে ধেয়ে আসেন কয়েকজন। আত্মরক্ষা করতে গেলে হাতে সামান্য আঘাতও লাগে। এই ঘটনা বিজেপি শাসকদলের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, বিজেপি যে গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত, তা সকলেই জেনে গেছে, এটা ওদের চালাকি। তবে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের চলদিঘি মোড়ে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বর্ধমান থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। খবর পেয়ে উপস্থিত হন জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা-সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।আক্রান্ত পিন্টু সামের দাবি, রাস্তায় বাঁধা বিজেপির দলীয় পতাকা কয়েকজন খুলে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা টাঙাচ্ছিলেন। তার প্রতিবাদ করেন তিনি। তাতেই তাঁর দিকে তেড়ে যান ওই যুবকেরা। পিন্টু শ্যাম বলেন, “শুক্রবার দলীয় মিটিং উপলক্ষে সমস্ত রাস্তা বিজেপির পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল। তৃণমূলের লোকজন রাতের অন্ধকারে তা খুলে ফেলে। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ আমি স্টেশন থেকে স্কুটি নিয়ে ফেরার সময় দেখি তৃণমূলের তিনজন আমাদের রাস্তা খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেন রাস্তা খুলছে জানতে চাওয়ায় আমার উপর চাকু নিয়ে তেড়ে আসে। হাত কেটে গেছে।”বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন , “বর্ধমান শহর তৃণমূলের যে দুষ্কৃতী তাই দিয়েই চলছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। তোলাবাজ, দুষ্কৃতী, লুটেরা দিয়েই চলবে। গণতন্ত্রকে তো চাকু দিয়ে কেটেই ফেলেছে”। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে দিয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, “এসব অভিযোগের সত্যতা নেই। এমনটা হলে তো বর্ধমান সদর থানায় অভিযোগ জানাতে পারতেন। সেখানে না গিয়ে সংবাদমাধ্যমে গিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে সবটা। ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শেষ নেই। দু’দিন আগেই তো ওনাদের দলের লোকেরা ওনাদেরই পার্টি অফিসে তালা বুলিয়েছিল”।



নারায়ণ সরকার, মালদা:- পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির দলীয় কর্মসূচিতে মালদহ জেলায় উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আর এই দিনই চাঁচল-১ নং ব্লকের বিজেপির অন্যতম শক্ত ঘাটি কলিগ্রামে ধ্বস দেখা দিল। জানা গিয়েছে বিজেপির ২০০ টি পরিবার তৃণমূলে যোগ করলেন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক মহলে একটা বড় আলোড়ন দেখা দিয়েছে। তৃণমূলে যোগ দিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ ও উদাসীনতার অভিযোগ তুলে দল ত্যাগ করেন ওই দুইশো টি পরিবারের কর্মী ও সমর্থকেরা। শনিবার দুপুরে চাঁচলে তৃণমূলের বিধায়কের দলীয় কার্যালয়ে চাঁচল-১ ব্লক নেতৃত্ব ও দলীয় বিধায়কের উপস্থিতিতে কলিগ্রামের পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য এলাকা থেকে দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকা কর্মী-সমর্থকেরা প্রায় ২০০ টি পরিবার ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন।কলিগ্রাম অঞ্চল তৃণমূলের প্রধান রেজাউল খাঁনের নেতৃত্বে ও বিধায়কের হাত ধরে যোগদান করা হয়। তৃণমূলের দাবি, কলিগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ২০০ টি বিজেপি পরিবার এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা এলাকায় বিজেপি করতেন।কিন্তু ওই বুথে দায়িত্বে থাকা বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের উদাসীনতা ও অসহযোগিতার জন্যই তারা তৃণমূলকে বেছে নিয়েছে।এমনটাই দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।এদিকে বিজেপি ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়ে নাগরী দাস ও সহদেব দাস একযোগে জানান, দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিজেপির সঙ্গে ছিলাম।আমাদের এলাকায় বাবুর মতো বিজেপির নেতৃত্বেরা যতবারই আসবেন।ঠিক ততবারই পদ্ম শিবিরে এই ধরনেরই বড়সড় ভাউন দেখা দিবে বলে মন্তব্য করেন চাঁচলের তৃণমূলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। বিধায়ক আরোও বলেন, ওই পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির সদস্যরা এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজ করেনি। তাদের দ্বারা এলাকায় কোনো উন্নয়ন হবেনা। এটা অনুধাবন করেই তারা দিদির দলে সামিল হলেন। তৃণমূলের চাঁচল-১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আফসার আলি বলেন, ভোটের মুখে এই দু’শো টি পরিবার সহ কর্মী সমর্থকেরা আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। নির্বাচনের মুখে এটা একটা অত্যন্ত শুভ সংকেত কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজাউল খাঁন যোগদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, রাজ্যের তৃণমূল সরকার মানুষের স্বার্থে একাধিক জনমুখী প্রকল্প চালু করেছে। তারা বুঝতে পেরেছেন যে তৃণমূল ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।তাইতো তারা বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।আরোও বিপুল সংখ্যক বিজেপির নেতা ও কর্মীরা দলে যোগ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করছে। যদিও ওই ঘটনায় পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেত তথা কলিগ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সুভাষ কৃষ্ণ গোস্বামী।তিনি বলেন,দু’শো নয়, মাত্র দু’টি পরিবার যোগ দিয়ে তৃণমূলে।এতে বিজেপিতে কোনো প্রভাব পড়বেনা।আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দলে টেনেছে তৃণমূল।



মালদহে দীর্ঘ জল্পনার অবসান, অবশেষে কাঁচা রাস্তা হবে পাকা, খুশি এলাকাবাসী নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদা:- কেটে গেছে স্বাধীনতার ৭৫ টা বছর। ভোট আসে ভোট যায়। এলাকার নেতাদের কাছ থেকে মিলেছিল শুধু ভুরি ভুরি আশ্বাস কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্ষার সময় এক হাটু কাদা ভেঙে রাস্তা পারাপার করতে হত ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা। গ্রামের মধ্যে ঢুকতো না এম্বুলেন্স। এতে চরম সমস্যায় পড়তেন এলাকার মানুষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সেই সব ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ার গ্রামের বাসিন্দারা।শনিবার ফিতে কেটে ও নারকোল ফাটিয়ে ৫১৪ মিটার রাস্তার শুভ শিলান্যাস করলেন, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক (বি) সভাপতি মানিক দাস। এদিন শুভ শিলান্যাসে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য মুকাদ্দার আলি, অঞ্চল সভাপতি মিন্টু আলম ও আসপাক হোসেন, যুব সভাপতি নাহারুল হক ও জেলা কমিটির সদস্য রৌসান জামির এই প্রসঙ্গে ব্লক সভাপতি মানিক দাস জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দে নিয়ার গ্রামে বাঁশ বাগান থেকে মাসুমের বাড়ি পর্যন্ত ৫১৪ মিটার কাচা রাস্তা কংক্রিটের ঢালাই কাজ শুরু হল শনিবার। এতে এলাকার মানুষ বর্ষার সময় চরম ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবেন।সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার মানুষ তৃনমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে আশাবাদী।



তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা মিছিল ও সভা শহর বর্ধমানে নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্ব বর্ধমান:-শনিবার বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাল্টা মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হলো। শুক্রবার বর্ধমানে বিজেপির পক্ষ থেকে কৃষক মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে কৃষক মিছিল ও সভা করার পর, আজ শনিবার পাল্টা মিছিল ও সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনা,সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপির মিথ্যা অপপ্রচার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অশালীন কুরুচিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে, শনিবার বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশাল মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান কার্জন গেট সম্মুখে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য,রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধার,বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস,পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহার হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই মিছিল ও সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল সংখ্যক কর্মীরা হাজির ছিলেন।



আয়োজিত

DEBJIT SIR AWARD SHAROD SAMMAN

MEDIA PARTNER

BOLO
KOLKATA
www.bolokolkata.com

মোঃ - ৮৬৯৭৭ ৭৫১২৩

বঙ্গীয় প্রতিভা অন্বেষণ ২০২৩ (প্রতিযোগিতামূলক)

অঙ্কন

(সকাল
৯.৩০মিঃ)

ক্রাফ্ট

(সকাল
১১.৩০মিঃ)

নৃত্য

(দুপুর
২.৩০ মিঃ)প্রতিযোগিতার
কেন্দ্র

হরিদেবপুর ৪১ পল্লী

৯ই এপ্রিল, ২০২৩, রবিবার যোগাযোগ - ৯২৩০৮ ১৮০৬৯

রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ

২৩শে এপ্রিল, ২০২৩, রবিবার মোঃ - ৯৮৩০০ ৬৮৫২১

বাঘাঘাতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ

৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে, ২০২৩ মোঃ - ৯৩৩০৮ ৬১৯৯৮

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৪ই মে (রবিবার) বিকাল ৩টে
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, দক্ষিণ কলকাতা



www.bklnetwork.in

লড়িয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নয়, পাশে থাকার অঙ্গীকারে আমরা।

"Glorious Appreciation – Heartiest Competition"

SS ADMEDIA - presents

BOLO
KOLKATA
www.bolokolkata.com

www.bolokolkata.com

CHIEF PATRON
DEBJIT SIRশারদীয়ার শ্রেষ্ঠ
সম্মান
২০২৩

FOR ENQUIRY - +918240168370

/ bolo kolkata

রবি সাপ্তাহিক

ষষ্ঠ পর্ব-

ভালোলাগা সে তো ভালোবাসা নয় "

✍ - বেপরোয়া প্রেমিক ।।

আর অনিতার ও একটি ছেলের সাথে ছোট থেকেই ভালোবাসা ছিলো দুজনে দুজনকেই ভালোবাসতো কিন্তু অনিতার বাবা অন্য একটি ভালো ছেলে পেয়ে অনিতার বিয়ে দিয়ে দিলো আর অনিতাও হাসতে হাসতে তার সাথে বিয়ে করে নিয়েছিলো কারণ ছেলেটি খুব ভালো ছেলে ছিলো।

ওদের একটা ছেলেও হয়েছিলো , আর বিয়ের পরেও সে কিন্তু তার পুরোনো ভালোবাসা কে ছাড়েনি। একদিন তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি যদি ছেলেটিকে সত্যি ভালোবাসেন তাহলে অন্য ছেলেকে বিয়ে করলেন কেনো ?

তাতে সে বললো আমি তাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আর যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ভালোবাসবো। বাবা জোর করলো তাই অন্য ছেলেকে বিয়ে করলাম। আমি তাকে বললাম, বেশ বুঝলাম কিন্তু একজন মানুষকে এতো ভালোবাসার পরেও অন্য কোনো মানুষের সাথে ফুলশয্যায় মিলিত হয়ে একটি সন্তানের জন্ম দিতে আপনার কষ্ট হলোনা আর তারপরেও বলছেন ভালোবাসেন ?

তাতে সে বললো দেহের কোনো মূল্য নেই মনের ভালোবাসাটাই সব আর আমি তাকে মন থেকে ভালোবাসি।

শুনে সত্যি আমি খুব অবাক হয়েছিলাম মানুষ তার স্বার্থের সুবিধে মতো ভালোবাসার নাম টাকে ব্যবহার করে ভালোবাসার বদনাম করে বেড়ায়।

যাই হোক পীযুষ ওই প্রযুক্তার সাথে সব জায়গার যাওয়ার সুবাদে তাদের মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয় , পীযুষ ভীষণ ভালোবেসে ফেলে প্রযুক্তাকে , প্রযুক্তাও পীযুষ কে বলে সেও তাকে ভালোবাসে , তারা সিনেমা হল এ গঙ্গার ধারে আর ও অনেক জায়গাতেই ঘুরতে যায়।

একদিন তারা তারকেশ্বর এ যায় সেখানে একটি হোটেল ভাড়া নেয় কয়েক ঘন্টার জন্য , প্রযুক্তা পীযুষকে বলে আগে মহাদেব দর্শন করবে তাই তারা মন্দিরে যায় , ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তা পীযুষকে প্রতিজ্ঞা করতে বলে জীবনে যত সমস্যাই হোকনা কেনো পীযুষ কখনই প্রযুক্তা কে ছেড়ে চলে যাবেনা। পীযুষ প্রযুক্তা কে ভীষণ ভালোবাসতো তাই সে সঙ্গে সঙ্গে শপথ নেয় সে কোনোদিনই প্রযুক্তা কে ছেড়ে যাবেনা কারণ প্রযুক্তা কে ছাড়া সে বাঁচবেনা মরে যাবে।

প্রযুক্তা খুব খুশি হয় তারা হোটেল এ ফিরে আসে আর একত্রে মিলিত হয় এইভাবে আর ও বেশ কয়েকবার তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়।

২-৩ মাস পরেই হঠাৎ একদিন প্রযুক্তা পীযুষ কে বলে সে আর তার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেনা তার একটু অসুবিধে আছে।

হতবশ হয়ে পীযুষ জিজ্ঞেস করে কিন্তু কেনো কি আমার অপরাধ ? এই যে তুমি ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলে আমাকে কোনোদিন ছাড়বেনা সেটার কি কোনো মূল্য নেই ?

প্রযুক্তা বললো আমি ভগবানের সামনে কোনো প্রতিজ্ঞা করিনি প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে আমি একবার ও বলিনি তোমার সাথে সারাজীবন থাকবো।

অজয় জল ভরা চোখে বললো জানো বস মদ খেয়ে চুর হয়ে পীযুষ সেদিন আমার কাছে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে পুরো গল্পটা বলেছিলো।

আমি পরেরদিন অনিতা কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কিরম ভালোবাসা হলো ভগবানের সামনে শপথ নিয়ে একজনের সাথে সবকিছু করার পর আপনার বন্ধু বললো সে আর তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়না ?

অনিতা বললো হা হতেই পারে তখন তার ওকে ভালোলাগতো তাই তার সাথে সম্পর্ক রেখেছিলো এখন ভালোলাগেনা তাই সম্পর্ক নেই।

আমি বললাম এটাকে ভালোবাসা বলছেন ?

অনিতা বললো হা অবশ্যই ভালোবাসা ছিলো তা নাহলে এতো কিছু হতোনা। আমি বলেছিলাম এটা কোনো ভালোবাসা নয় এটা আপনার লোক ঠকানোর ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আসতে আসতে পীযুষ টা পুরো পাগল হয়ে গেলো জানো দাদা , একজন মহিলার ভালোবাসার নামে লোক ঠকানোর ব্যবসার জন্য কতগুলো মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে গেলো।

ড্রীম - জানো বৃষ্টি সেদিন খুব কষ্ট পেয়ে ছিলাম আমি এই কাহিনী শুনে , হায় ভালোবাসা হায় একি তার পরিণাম কিছু মানুষের ধান্দাবাজির জন্য ভালোবাসার বদনাম হয়। সেদিন আমি ওই কবিতাটা লিখেছিলাম।

হায় ভালোবাসা হায় , হায় ভালোবাসা হায়
ভাষাহীন ঠোঁট অশ্রু সজল কেনো সে নিরুপায়
প্রিয়তমা তার দেয়নি যে সাড়া রয়েছে প্রতিক্ষায়
হায় ভালোবাসা হায় , হায় ভালোবাসা হায়।

বিনীদ্ররাত করেছে প্রলাপ ঘুম তবু আসে নাই
কত প্রাণ গেলো পাতালের পথে কেউ ফিরে দেখে নাই
ভেসে এলো কত গঙ্গার তীরে ফাঁসির অন্ত নাই
ভালোবাসা তুমি তবু রয়ে গেলে লজ্জা শরম নাই
হায় ভালোবাসা হায় , হায় ভালোবাসা হায়।

থাকলেই যদি পুরুষ শরীরে নারীতে গেলেনা কেন
নরম শরীর কোথা দেবে ঠাই ভয় পেয়েছিলে যেন ?
শক্ত পুরুষ শক্ত শরীর , মন যে শক্ত নাই
সামান্য কথা এতো জনমেও বুঝিতে পারোনি তাই
তোমার এই ভুলে কত তাজা প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যায়
হায় ভালোবাসা হায় , হায় ভালোবাসা হায়।

আর কবে তুমি সবালাক হবে পরিণত হবে মাথা
তোমার ভিতরে কবে স্থান পাবে পুরুষ দেহের ব্যাথা
নারীরা তোমায় পণ্য করেছে সময় এর চারিধারে
পুরুষ শুধুই তোমাকে আঁকড়ে ফিরে আসে বারে বারে
ভালোবাসা তুমি তবু রয়ে গেলে লজ্জা শরম নাই
হায় ভালোবাসা হায় , হায় ভালোবাসা হায়।

বৃষ্টি - সত্যি ড্রীম অবাক লাগলো শুনে এমন মানুষ ও এই পৃথিবীতে আছে।
ড্রীম - হা আছে গো আছে বহুধরণের মানুষ এই পৃথিবীতেই বাস করে , আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শুধু ডিগ্রী দেয় কিন্তু মানুষ বানায়না। ৪-৫টা বই মুখস্ত করে পরীক্ষা দিয়ে মানুষ কিছু ডিগ্রী পেতে পারে কিন্তু শিক্ষিত হওয়া সম্ভব নয় গো।

আর যে দেশে স্কুল কলেজ এর থেকে বেশী অনাথ আশ্রম আর বৃদ্ধাশ্রম তৈরী হয় সেই দেশের মানুষদের নিজেকে শিক্ষিত বলাটা শিক্ষার অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু এরম ছিলোনা সবাইকে শিক্ষিত বানানোর জন্য প্রথম যে বইটা লেখা হয়েছিলো তার নাম ছিলো " মনুসংহিতা " ভগবানের নির্দেশে খাষি মনু মহারাজ বই টি লিখেছিলেন যেখানে সবাই জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কিভাবে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে সেটাই লেখা আছে এই বইতে।

* সব চরিত্র কাল্পনিক ।।

মতামত জানান - amitavachatterjee100@gmail.com.

ক্রমশ.....

মানুষ আজ ভালো নেই

সৌমেন চক্রবর্তী

মানুষ আজ ভালো নেই.....

শহীদ মিনারটা মৌন স্মৃতিসৌধ

ব্রিগেডের ঘাস হয়ে যাচ্ছে বাদামী

রামের জন্মদিনে রাবণ দাপায় রাজপথ

সভ্যতা আজ দিশাহীন |

মানুষ আজ ভালো নেই.....

ধর্মাক্ততার গ্রাসে ধর্ম মৃতপ্রায়

ধর্মের ব্যাবসায়ী সাজে স্বয়ং ঈশ্বর

আশ্রয়হীন মানুষ ঈশ্বর উদ্বাস্ত |

ঈশ্বরও আজ ভালো নেই....

বোবা, কালা, অন্ধের মতো বেঁচে আছি

বুকের মাঝে লুকোনো সুপ্ত আশা,

একদিন ঈশ্বর স্বয়ং আসবেন অসুর নাশে

অন্ধকার আকাশটা আবার হবে রোদ বলমলে |

গঙ্গা বয়ে যায় নির্বিকার,মৌন শহীদ মিনার

অবাক চোখে চেয়ে দেখি

রামের দেশে রাবণের জয়জয়কার |

মানুষ আজ ভালো নেই.....

বৈতরণীর পথে

পার্শ্ব চক্রবর্তী

জীবনের কতটা পথ পেরিয়েছি জানিনা,

আমাদের এক পুত্র নব্যা চাকুরে,

তবে এখন আমি প্রায় পূর্ব আর উত্তর

এখনও আমি সন্তানকে

পুরুষের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি।

ভুবন গ্রামের পথ চেনাই

আমার বাবা ও মা দুজনেই

অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে।

বৈতরণী পেরিয়ে এখন পরলোকো।

যা একদিন আমাদের

এখন আমি উল্লাসে ফেটে পড়ি না,

মা-বাবারা করেছেন।

আমি যেমন কিশোর বা তরুণ নই,

আবার হতাশায় নুয়ে পড়া বৃদ্ধও নই।

এত সবের মধ্যেও

মনের বাঁপি উথলানো

মনের ভেতরে নেচে চলে

স্মৃতি আর

হৃদময় এক ইচ্ছেনদী,

অভিজ্ঞতা আমাকে স্থিতধী করেছে।

সে কি অপূর্ণ কোনও স্বপ্ন,

বিরাট দুঃখ আজকাল আর

পরিণতি না পাওয়া প্রেম,

আমাকে ভাসতে পারে না,

নাকি লিখতে না পারা কবিতা ?

বাঁধভাঙা উজ্জ্বল ও ভাসিয়ে নিতে পারে না।

জানা নেই, জানি না হয়তো তাই হবে।

বুঝেছি সব মেঘই সিঁদুরে নয়,

কিন্তু বুঝতে পারি বুঝতে শিখেছি,

সব পলাশেই প্রেমের রঙ থাকে না,

যে অতিরিক্ত হাসে তার মনেও গভীর

বুঝেছি,সব শুরুই শেষ থাকে,

দুঃখ আছে।

সব শেষের ভেতরে থাকে আর একটা শুরু।

বুঝতে পারি, যে একটুতেই মেজাজ

আমি এখন কাউকে হিংসে করি না।

হারায়,রাগ দেখায়, তার মনের গভীরে

কারো প্রতিদ্বন্দ্বীও নই।

আছে অপূর্ণতা

শুধু অভিমাত্রী মনটা বলকে

বা না পাওয়ার বেদনা।

ওঠে কখনও সখনও,

যে সর্বদা নিজেকে গুটিয়ে রাখে,

আবার বন্ধুর ফোন বা মেসেজ পেলেই

তার মনে ঢুকে আছে হয়তো বা

সব অভিমান উড়ে যায়।

অপমানিত হবার ভয় !

আমি মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে এক

বুঝি, বুঝতে শিখেছি সব।

জায়গায় মিলি

তাই সবাইকে কাছে টেনে নিতে চাই,

শুধু মেলার আনন্দে।

এভাবেই ভালো থাকতে চাই।

ভেসে যাই স্মৃতির সরলী বেয়ে।

জানি না কতদিন আছি আর এই

হাসি, গল্পের পর আবার

পৃথিবীতে !

হেঁটে যাই আগামীর দিকে,

তাই সবার সাথে ভালো থাকতে চাই,

বুকভরা অশ্রুজেন নিয়ে।

ভালো থাকতে চাই।

হেই পাগলি !

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

হেই পাগলি...

বুঝি 'অবুঝ'।

নীল পাগলের ঘাম গলে যে জলের মত,

তাতেই চুমুক!

চুপটি করে

সন্ধ্যা হলে

মন কেমনের পরত ফেলেও নীরব থেকে

তোকেই খোঁজা।

ছোঁওয়ার চেয়েও

অধিক ছোঁয়া,

অথচ ঠিক ঘুম ভাঙানোর সময়টাতে

এক্কেবারে না-ছোঁয়াতেই

মাথিয়ে রাখা বিষাদগুলো।

তোর কাছে সব খারাপ রাখি

নিজের কাছে সব ভালোরই হিসেব রাখা।

কেমন করে জড়িয়ে রাখিস, না-জানাই থাক,

অনেক কিছুর এক সাধারণ জবাব দেওয়া।

অভিমানের চাদর ছেঁড়া,

বৈশাখী মন, বিষণ্ণতায় তোকেই ছোঁয়া,

নিপাট ভালো মানুষ হবার যোগ্য যে নই,

সে সব জানা !

স্বপ্ন-লিখন নিজের জন্য, থাকনা ভাঙা !!!



শুভেন্দু কাহার ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা



সায়ন মিদ্যা ,দঃ২৪পরগনার



যোগ্য-অযোগ্য

কলমে-পথভোলা

হয়তো অযোগ্য ছিলাম আমি

তোমার গোছানো জীবনে

কিংবা তুমি পারেনি মানতে আমার

এলোমেলো হওয়া এই মানুষটাকে।

দেয়া নেওয়ার এই জীবনটাতে

নেওয়ার যোগ্যতা যেমন আছে

দেওয়ার ক্ষমতা কয়জনের থাকে।

বোবার ভুল আর ভুল বোবার মাঝে

পার্থক্য অনেক থাকে

ভুল বোঝা ঠিক করে দিলেও

ঠিক হয় না বোঝার ভুল কে।

হয়তো তুমি কোনোদিনই ছিলে না

আমার মনের সাথে জুড়ে

ছিল আমার ভুল সেখানে

বোঝার ভুল তাই পাল্টালো গেল না যে।

ভালোবাসা দিতে গিয়ে আমি

ঠেকেছি তো বারে বারে

ভালোবাসার অর্থ টাই তুমি

বুঝবে না আর এ জীবনে।

ভগবান কে আঁকড়ে ধরে তুমি

চেয়েছো আনন্দে থাকতে

ভুল ভাঙবেই একদিন তোমার জানি

যেদিন ভগবান যাবে ছেড়ে।

প্রেম

কলমে-বিপ্লব রায়

শীর্ন পৃথিবীর পাঁজরের খাঁজে খাঁজে,

যেখানে বেকার লোকের দল করে ভিড়।

মাথা কুটে মরে প্রেম, শত প্রশ্নের খোঁজে,,

সেখানে থাকবে না আল্লাদ।

ওরে প্রেম তোরা ধনীদের বিলাসিতা।

শীতের আমেজ নরম রোদের স্পর্শ।

হয়তো উন্মুক্ত অবরুদ্ধ পথের বাঁকে

রঙচঙে কিছু পুতুলের ভিড়।

বাসনা মনের কোটি কোটি আসা অব্যক্ত যন্ত্রনাকে
প্রকাশ করার নেই সাহস।

হারায় সত্য মাথা কোটার প্রতিকার, সেটাও নিজস্ব।

ওরে! প্রেম তুই নিরাকার।

দৃশ্যমান চোখে কি করে ধরি।

কি করে বলি সুক্ষ অনুভূতি যায় যে শুকিয়ে।

মূল্যবান সময় তাচ্ছিল্যের হাসিতে ব্যঙ্গ করে,

হেসে বলে ওরে আধ পেটার দল, তোরা খুঁজিস
প্রেম।।

জীবনের মন্ত্র

দুর্গা শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের পাখিরা শোনায নতুন উষার মধুর গান,

সেই গানের সুরে ভেসে আসে ভোরের আজান।

মন্দিরে শোনা যায় কৃষ্ণনাম আর প্রভাতী কীর্তন,

প্রার্থনা-স্তোত্রে নবপ্রভাতে পবিত্র হয় প্রাণমন।

আঁধার কালো রাত্রি গেল এলো এবার নতুন দিন,

অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করো রেখো না আর মুখ মলিন।

উদিত সূর্য শেখায় মোদের সময় ধরে চলার মন্ত্র,

বায়ু শেখায় আলস্য নয় গতিময় হোক জীবনতন্ত্র।

বৃক্ষ তোমায় শিক্ষিত করে ফল দানে হবে সার্থক,

সকল প্রাণের জীবন বিকাশে বৃক্ষই হলো রক্ষক।

নদীর থেকে শিক্ষা নিয়ে ছুটে চলো আপন লক্ষ্যে

বর্নার গতি আনন্দময় চঞ্চলতা ধরো বক্ষে।

ফুলের মত সুন্দর হোক, নিষ্পাপ হোক তোমার মন,

জোছনার মত হাসি থাক মুখে মলিনতা বিসর্জন।

জন্ম যখন মানব কুলে শ্রেষ্ঠ হয়েছ জ্ঞানে চেতনায়

সতর্ক থেকেো প্রতি ক্ষেপ্রে মানব জন্ম যেন বৃথা না যায়।

শিক্ষায় জ্ঞানে বিকশিত হয়ে ধাবিত হও কর্মপথে,

প্রগতি হোক বীজমন্ত্র সাফল্য আসুক বিজয়রথে।

অনুমতি পেলে

কলমে-প্রসেনজিৎ-

অনুমতি পেলে তোর মনের আকাশে

একবার ঘুরে আসতাম

তোকে সঙ্গে নিয়ে মনের সুখে

ঘুড়ির মতো ভাসতাম।

অনুমতি পেলে তোর চোখ দুটোতে

কাজল হয়ে থাকতাম

সুন্দর তোর ওই চোখদুটিকে

আরও সুন্দর করে আঁকতাম।

অনুমতি পেলে তোর কপালখানায়

নিতাম আমি ঠাঁই

তোর ওই জোড়া দ্রুপ মাঝে আমি

টিপ হয়ে থাকতে চাই।

অনুমতি পেলে তোর চুলের খোঁপায়

আমি থাকবো গোলাপ হয়ে

তোর মন ভরিয়ে সদাই রাখবো আমি

আমার সুবাস দিয়ে।

অনুমতি পেলে তোর দুই পায়েতে

নুপুর হতেও রাজি

ইচ্ছা করে তোর চলার ছন্দে আমি

মনের সুখে বাজি।

অনুমতি পেলে আমি আয়না হবো

তোর ওই সাজার ঘরে

সারাক্ষণ আমি শুধুই দেখবো তোকে

আমার নয়ন ভরে।

অশরীরীর প্রেম

তৃতীয় পর্ব-

জয়ন্ত চক্রবর্তী

গেছে। আর আমরা তো কোন ফোন নাম্বার জানতাম না ঠিকানাও জানতাম না। আমি বললাম তাহলে তুমি আমার এত খবর রাখল কি করে। তারপরেও আমি বাসস্টাণ্ডে গেছি অনেকদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি কিন্তু তোমার কোনদিন দেখা পাইনি। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। একদিন ধর্মতলাতে তোমাকে দেখতে পাই। তুমি পাবলিকেশনের অফিস থেকে বেরোচ্ছ আমি তোমায় ডাকতে গেলাম কিন্তু পারলাম না ভেতর থেকে একটা সংকোচ বোধ একটা অপরাধ যেন আমাকে আটকালো। অন্যভাবে তোমাকে আমি আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। ভালবাসতে তুমি খুব ভালবাসতে আমাকে তোমার ভালবাসা নিখাদ ছিল কিন্তু আমি তার মর্যাদা দিতে পারিনি। হয়তো আমি বাবার কথায় বলো বা একটু লোভে বলো তোমাকে আমার জীবন থেকে প্রত্যাখান করেছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম একজন খাটি মানুষকে আমি প্রতারণা করেছি। তাই তোমাকে আর ডাকতে পারিনি। তারপর আমি সেই পাবলিকেশনের অফিসে গিয়ে সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম তোমার ঠিকানা তুমি কি কর কোথায় থাকো। সবকিছু জেনে আমি গেছিলাম তোমার বাড়িতে। কিন্তু যখন আমি পৌঁছালাম তোমার বাড়ির কাছে অন্যদের কাছ থেকে জানতে পারলাম তুমি বিয়ে করেছ। তখন আর তোমার কাছে যাইনি আমি। আমি চেয়েছিলাম তুমি সুখী হও। তোমার স্ত্রীও খুব ভালো ছিল। সব খবর রাখতাম আমি তোমার বন্ধুবান্ধব থেকে। আমার একটা ফেসবুক প্রোফাইল আছে অন্য নামে অন্য ছবি দিয়ে তুমি ফেসবুকে কবিতা পোস্ট করতে আমি সেগুলো পড়তাম। সেই কবিতাগুলোর মধ্যে বেদনা লেখা থাকতো আমি পড়তাম আর বুঝতাম তুমি আমার কথাই হয়তো লিখছো। হয়তো আমার হয়তো না। এই ভাবেই চলছিল। আমি বললাম তারপরে, তারপরে আবার কি? এই যে আমাকে দেখছো। কিন্তু একটা কথা বলো আমরা আগে যে কল্পনা করতাম খুব সম্ভব সিটিজেন পার্কে বসে আমরা আলোচনা করতাম আমরা বিয়ে করবো, আমাদের একটা সুন্দর বাড়ি হবে। সেই স্মৃতি কল্পনার হুবহু মিল রেখে তোমার বাড়িটা কি করে বানালে, কেন বানালে? কেন? আমি তোমাকে পাইনি আমি চেয়েছি তোমার স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিতে যেন তোমার স্বপ্নটাকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারি। কারণ তোমাকে বঞ্চিত করেছিলাম আর তার শাস্তি ধরে নেও এটা। প্রতি মুহূর্তে তোমার স্মৃতিগুলোকে স্বপ্নগুলোকে দেখব আর অনুভব করবো যে তুমি আমার সাথে আছো। আজকে না জেনেই তোমার জানলায় আমি টোকা দিয়েছিলাম আরো কয়েকজনকেই গাড়ি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস দেখেো তুমি গাড়িটা দার করালে তুমি এনে পৌঁছে দিলে আমাকে বাড়িতে। আমি কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে গেলাম। সত্যিই তো আমি ওকে ভালোবাসার কথা বলেছিলাম ওকে ছাড়া বাঁচবো না বলেছিলাম। আমাকে পরিত্যাগ করার কথাতেই কিন্তু আমি ফিরে চলে এলাম আর যোগাযোগ করলাম না। হয়তো আমি অপরাধী ক্ষমা করে দিও। সে বলল ছি ছি! তুমি তো অপরাধ করোনি। আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম লোভের বসে। এভাবে অনেকক্ষণ কথা চলল সে বলল একটু কফি নিয়ে আসি। এতক্ষণ যখন বসে একটু কফি খাও। আমি না বললাম না সত্যি কথা বলতে কি লোভ সামলাতে পারলাম না এতদিন পর ওকে কাছে পেয়ে মনের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল। আমি বললাম নিয়ে এসো। কিছুক্ষণ পর ও ফিরে আসলো দু'কাপ কফি নিয়ে এবারও ড্রেসিং গাউনটা খুলে ফেলেছে। ও পরে এসেছে আধুনিক রাত্রি বাস যেটাকে আমরা নাইটি বলি। এখনো কিন্তু শরীরের গঠনটা আগের মতই আছে। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মনে মনে ভাবলাম এটা কি কোন রকম লোভ দেখিয়ে আমাকে আকর্ষণ করার জন্য। কারণ ও বলছিলো আমার স্ত্রী নেই আমি একা থাকি ও কি আবার আমাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে চাইছে। আমার মনের কথা যেন ধরে নিল সে বলল তুমি তো এখন একা স্বাধীন আবার করবে নাকি প্রেম আমার সাথে? আর আমি ও তো একাই থাকি। আমি বললাম এই বয়সে আবার প্রেম। সে বলল প্রেমের তো কোন বয়স নেই গো আর তুমিও তো নিজে খুঁজছো একজনকে। আমি বললাম তুমি সেটাও জানো, সে বলল হ্যাঁ জানি তো। আমি ভাবলাম সেই সহজ সরল মেয়েটা আজ কত বড় হয়ে গেছে, কত চালাক হয়ে গেছে আমার সমস্ত খবর সে গোয়েন্দাদের মত রেখেছে। আর আমি কোন বন্ধনে জড়াতে চাই না আমি এই আছি বেশ আছি। তখন তো প্রায়ই আমাকে বলতে চলো না আমরা কোথাও যাই তখন তো এখনকার দিনের মতো ছিল না। এখনকার ছেলে মেয়েরা তো অনেক স্বাধীন তারা যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যায়, কোথাও রাত কাটিয়ে আসে। এখনকার দিনের ব্যাপারটা কত সহজ হয়ে গেছে কিন্তু তখনকার দিনে সেটা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। আমি বললাম হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু তখন আর এখনকার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সে বলল কেন এখন তো তুমি একা আর আমি তো একাই। আমি বললাম ঠিক আছে কোনদিন আসবো দেখা করব তোমার বাড়িটা তো চিনে গেলাম।তোমার ফোন নাম্বারটা দেবে? সে বলল ফোন নাম্বারটা না হলে নাই দিলাম আমার বাড়িতে তুমি জেনে গেছ আর তুমি তো নিজের কাজে আমার এখন দিয়ে প্রায় ই গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া কর। আমি বললাম কেন তোমার স্কুল? সে বলল সে তো সকালে, দুপুরের পর থেকে তো আমি ফাঁকা চলে এসো। আমি বললাম তার মানে তুমি বলতে চাইছো তোমার ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এসে তোমার সাথে প্রেম করবো? সে বলল না হয় করলে যেটুকু প্রেম বাকি ছিল সেটুকু না হয় করলে! এসব নানা রকম হাসি ঠাট্টা করে সময় কাটল। কিছুক্ষণ পর ও, আমার কাছে এসে বসলো। আমি যেন সেই তাপটা অনুভব করলাম, যেমনটা আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে পেতাম।ও পাশে এসে আমার গায়ে হাতটা রেখে বলল এসো না আমাদের সেই অতৃপ্ত প্রেমটা আজ পূর্ণতা পাক, এসো না একটু কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরো একটা চুম্বন করে আমাকে সেই স্পর্শটা দাও, আমি গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলাম ওর ঠোঁটে একটা পরশ মাখা চুম্বন দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনে হারিয়ে গেলাম ভুলে গেলাম রাত বাড়ছে একবার কানে এলো বাইরে ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে আমি খুব বিরক্ত হলাম ভাবলাম এত সুন্দর মুহূর্তে ও বিরক্ত করছে, আমরা তো সেই আগের পুরনো বন্ধু বা প্রেমিক। তারপর ভাবলাম না আজ থাক। বললাম আজকে আমরা খুব সুন্দর একটা মুহূর্ত অনেক সময় সুন্দরভাবে উপভোগ করলাম। ওর হাতটা ধরে বললাম যা হয়েছে ভুলে যাও। আমার স্মৃতি কে এইভাবে বাঁচিয়ে রেখেছো তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আসার আগে ওকে আবার জড়িয়ে ধরলাম ও সারা শরীর আদর সোহাগে ভরিয়ে দিলাম

এই বৃষ্টির রাতে অনুভব করলাম ওর আগের সেই উষ্ণ পরশ। আমি বাইরে বেরিয়ে আসলাম ও আমাকে গेट পর্যন্ত এগিয়ে দিল আমি গাড়িতে উঠে হাত বের করে ওকে বিদায় জানালাম। অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম ও তখনও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আসার সময় ড্রাইভারকে বললাম কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেছে। বাড়ি চলে আসলাম। দিন তিনেক পর আমার আবার সে দিকে কাজ ছিল ভাবলাম হাতে সময় আছে একটু ঘুরে যাই আমি ঠিক ক্লাবের পাশ কাটিয়ে সে জায়গাটায় পৌছালাম

রাস্তা তো আমার চেনাই, ড্রাইভার নতুন। দেখলাম সে জায়গায় একটু দূরে একটা বস্তি আর যেখানে বাড়িটা ছিল সেখানে আমি খুঁজে কিছুই পেলাম না। আমাকে এইভাবে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে ক্লাবের একটা ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল স্যার আপনি কি কিছু খুঁজছেন? আমি বললাম হ্যাঁ এখানে একটা সাদা বিশাল বাড়ি ছিল, বড় কাল গেট ছিল। সে বলল কবে? আমি বললামএইতো আমি এসেছিলাম দিন চারেক আগে, সে হেঁসে গড়িয়ে পড়লো। বলল বছর দশেক আগে এখানে একটা সাদা বাড়ি ছিল সেটা তো এখন নেই সেই জায়গায় ওই যে পাঁচতলা ফ্ল্যাটটা হয়েছে। কথা শুনে আমি তো নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি বললাম বলেন কি আমি তো তিন চারদিন আগেই ঘুরে গেছি বাড়ি থেকে। বাড়িতে একজন 40 -45 বছর বয়সের মহিলা ছিলেন। সে বলল সব কথা বলছি আপনি ভিতরে আসুন আমাকে ক্লাবের ভিতরে নিয়ে গেল তারপর যা কথা বলল আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বছর দশেক আগে এখানে একটা বাড়ি ছিল আর এখানে একজন মহিলা ছিল সে তো মারা গেছে। শুনেছিলাম সে নাকি মানসিক বিকৃতির মহিলা ছিলেন। শুনেছিলাম উনি নাকি গায়ে আগুন দিয়ে মারা যান। কথাগুলো শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।তারপর বলল বাড়িটার কোন মালিক খুঁজে পাওয়া যায়নি। একজন প্রোমোটোর সেটা দখল করে সেই জায়গায় পাঁচতলা ফ্ল্যাটটা বানায়। শুনেছি অনেকেই নাকি এমন সাদা বাড়ির খোঁজ করতে এসে এইভাবে ধোঁকা খেয়েছে হয়তো ভৌতিক বা কাল্পনিক হয়তো আপনিও তার স্বীকার।আমি ছেলোটাকে বললাম দুঃখিত আমার জন্য আপনাকে বিরক্ত হতে হলো। বলে আমি ঘুরে চলে আসলাম গাড়িতে উঠে বাড়ি আসলাম। ভূত বলে কিছু বিশ্বাস করিনা কিন্তু এটা কে অবিশ্বাস করবো কি করে? ভাবতে পারিনা এটাও সম্ভব!

বি দ্রঃ- সব চরিত্র কাল্পনিক বাস্তবতার কারণে স্থান ও নামের পরিবর্তন করা হয়েছে। তবু যদি কারুর সাথে কোনো মিল হয়, তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

ক্রমশঃ.....

আমার ছবি



রমিত সরকার, কৃষ্ণনগর, ভিভো ওয়াই ৩০



সুরজিৎ চ্যাটার্জী। দক্ষিণেশ্বর, স্যামসুং এম ১০